

১৬০১।

কাউন্টার আইইডি মূলনীতি।

ক। বাহিনীকে প্রস্তুত করা (Prepare)।

খ। নেটওয়ার্কের মূলে আঘাত করা (Prevent and Pursue)।

গ। ডিভাইসকে নিষ্ক্রিয় করা (Protect)।

ঘ। মেকানিজম বোঝা ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ
(Understanding and Intelligence)।

১৬০২।

রিমোট পদ্ধতির ব্যবহার।

ক। এক্সপ্লোসিভ অর্ডন্যান্স রেকী বা EOR ।

খ। রিমোট সার্চ।

গ। রিমোট এক্সরে।

ঘ। রিমোট ডিসরাপশন।

ঙ। ইওডি একশনকে নিশ্চিত করা।

১৬০৩।

সোক টাইমের ব্যবহার । রিমোট পদ্ধতি বা সেমি রিমোট পদ্ধতি

ব্যবহারের পর যে কোন ম্যানুয়াল অ্যাপ্রোচের জন্য সোক টাইম ব্যবহার করা প্রয়োজন হতে পারে।

১৬০৪।

অগ্নি সংযোগ মূলক/দাহ্য বস্তুর জন্য সোক টাইম।

ক। সোক টাইম ৩০ মিনিট।

খ। যখন শেষ ফিউজ পোড়া বন্ধ হতে দেখা গিয়েছে তখন থেকে সোক টাইম শুরু হবে ।

গ। তখন ডিভাইস অ্যাকটিভেটেড হবে বলে মনে করা হয়।

১৬০৫।

প্রাইমারী সোক।

ক। সংজ্ঞা। একটি সন্দেহজনক ডিভাইসের প্রতি ম্যানুয়াল অ্যাপ্রোচের পূর্বে ন্যূনতম যে সময় অপেক্ষা করা প্রয়োজন, সেটাই

সীমিত

হচ্ছে প্রাইমারী সোক। ইহা অপারেটরের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করা হয়।

খ। উদ্দেশ্য। ইহা অপারেটরকে একটি মেকানিক্যাল টাইমারের সবচেয়ে বিপদজনক সময়ের মধ্যে প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে, অপারেটরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

গ। সময়। বর্তমানে ব্যবহৃত প্রাইমারী সোক ৮০ মিনিট, কেননা সাধারণতঃ মেকানিক্যাল টাইমার ৬০ মিনিট পর্যন্ত ডিলে দেয়।

১৬০৬।

কখন সোক টাইম শুরু করতে হবে।

ক। যখন ডিভাইস পাওয়া গিয়েছে।

খ। যখন এলাকা নিরাপদ করা হয়েছে।

গ। আইইডি অপারেটর যখন ঘটনাস্থলে পৌছাবে।

ঘ। যদি ডিভাইস সরানো হয় তবে সেই সময় থেকে।

১৬০৭।

অ্যাসেসড সোক।

ক। ইহা ব্যবহার হবে যখন কোন ইলেকট্রনিক টাইমার পাওয়া যাবে।

খ। ইলেকট্রনিক টাইমার কখন ডিভাইস সক্রিয় করবে সেই সময় নির্ধারণ করা।

গ। সেই সময়ের মধ্যে কোন ম্যানুয়াল অ্যাপ্রোচ না করা।

১৬০৮।

সেকেভারী সোক।

ক। একটি পজিটিভ আইইডি অ্যাকশন এবং ম্যানুয়াল অ্যাপ্রোচের পূর্বে যে সময় অপেক্ষা করা হয়, তাহাই সেকেভারী সোক।

খ। একটি পজিটিভ আইইডি অ্যাকশনের পর পরিস্থিতি শান্ত, নিষ্ক্রিয় বা বিপদমুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষার পর ম্যানুয়াল অ্যাপ্রোচ করা।

সীমিত

গ। ইহা সাধারণতঃ ১০ মিনিট। যদি কোন সেকেন্ডারী ডিভাইসের/টাইমারের উপস্থিতি থাকে তবে অপারেটরের ইচ্ছার উপর ইহা পরিবর্তন হতে পারে।

ঘ। পরবর্তী প্রতিটি ম্যানুয়াল অ্যাপ্রোচের জন্য যথাসম্ভব কম সময় আইইডির নিকট থাকা, এই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

১৬০৯।

সাধারণ আরএসপি।

ক। বার্ণিং ফিউজ/ফিউজ প্রজ্জ্বলন।

- (১) প্রাইমারী সোক টাইম ৩০ মিনিট অপেক্ষা করা।
- (২) যদি তখনও পুড়তে থাকে তবে হুইলব্যারো বা সেমি রিমোট পদ্ধতিতে ইওআর পরিচালনা।
- (৩) ফুল স্যুট এবং নোমাক্স মুখোশ সহ ম্যানুয়াল অ্যাপ্রোচ।
- (৪) ডিভাইস সনাক্তকরণের জন্য এক্স-রে করা।
- (৫) ডেটোনেটর বা ফিউজকে কেটে ফেলা/সরানো।
- (৬) এসব ডিভাইসের ক্ষেত্রে ডিসরাপ্টার ব্যবহার একটি ভাল/পছন্দনীয় পদ্ধতি নয়।

খ। কেমিক্যাল ফিউজ।

- (১) কোন সোক টাইমের প্রয়োজন রয়েছে কিনা ?
- (২) রিঅ্যাকশন হতে কত সময় লাগবে?
- (৩) ফায়ার প্রোটেকশন সহ ম্যানুয়াল অ্যাপ্রোচ।
- (৪) পানিতে ডুবিয়ে রাসায়নিক ক্রিয়াকে নষ্ট করি।
- (৫) কাট ওপেন - সেপারেট কেমিক্যাল।
- (৬) ডিসরাপ্টার ব্যবহার এসব ডিভাইসের ক্ষেত্রে উপযোগী/পছন্দনীয় পদ্ধতি নয়।

১৬-৩

সীমিত

গ। মেকানিক্যাল টাইমার।

- (১) রিমোট ইওআর।
- (২) এক্স-রে এবং ডিভাইস চিহ্নিত করা।
- (৩) দ্রুততার সাহায্যে ডিভাইস ডিসরাপ্ট করা।
- (৪) রিমোট সার্চ, অতিরিক্ত ডিভাইস রয়েছে কিনা।
- (৫) ডিসম্যান্টল করা পার্টস সরিয়ে ফেলা।

ঘ। ইলেকট্রনিক টাইমার।

- (১) আসেসড সোক টাইমার ব্যবহার বিবেচনা করা।
- (২) এক্স-রে এবং ডিভাইস চিহ্নিত করা।
- (৩) দ্রুততার সাথে ডিভাইস ডিসরাপ্ট করা।
- (৪) রিমোট সার্চ-অতিরিক্ত ডিভাইস রয়েছে কিনা।
- (৫) ম্যানুয়াল অ্যাপ্রোচ - ডিসরাপ্টার নিশ্চিত করা।

১৬১০। মেকানিক্যাল টাইমার পাইপ বোম্ব।

- ক। সোক টাইম বিবেচনা করা।
- খ। সম্পূর্ণ স্যুট পরে অগ্রসর হওয়া।
- গ। এক্সরে এবং ডিভাইস চিহ্নিত করা।
- ঘ। যদি পাইপ বোম্ব সম্পূর্ণ হাই এক্সপ্লোসিভ দ্বারা পূর্ণ থাকে তবে এক্স-রে হতে দুর্বল স্থান চিহ্নিত করা এবং ডিসরাপ্টার দ্বারা অ্যাটাক করা।
- ঙ। সেকেন্ডারী সোক টাইম প্রযুক্তি অপেক্ষা করা এবং সঠিক ডিসরাপশন হলে ডিভাইস ডিসম্যান্টল করা।
- চ। যদি এক্স-রে করার পর দেখা যায় পাইপ বোম্ব নিম্নমাত্রার বারুদপূর্ণ তবে, ম্যানুপুলেটর, হুক এন্ড লাইন বা এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করে ডিসম্যান্টল করা।
- ছ। পাইপ বোম্ব হাত দিয়ে ডিসম্যান্টল করা ঠিক নয়।

১৬১১।

সীমিত

ভিবি আইইডি/গাড়ী বোম্ব (Vehicle Borne IED)।

ক। রিমোট/সেমি রিমোট পদ্ধতিতে।

- (১) চেনা টার্গেট ডিসরাপ্ট করা।
- (২) মেইন লোড ক্যারিং এরিয়া ক্লিন করা।
- (৩) সার্চ ২০ মিঃ।

খ। ম্যানুয়াল।

- (১) রিমোট অ্যাকশন নিশ্চিত করা।
- (২) ৮ পয়েন্ট চেক।

গ। রিমোট পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি যখনই সম্ভব।

ঘ। গাড়ি নিরাপদ করণের পর দৈর্ঘ্যের সমান সামনে নিয়ে আসা।

১৬১২।

কমান্ড আইইডি।

ক। প্রাথমিক কাজ।

- (১) সম্ভাব্য ফ্যারিং পয়েন্ট নিয়ন্ত্রণে আনা।
- (২) রিমোট পদ্ধতির সাহায্যে আইইডি'র নিয়ন্ত্রণ আনা।
- (৩) যদি রেডিও কন্ট্রোল হয় - তবে ট্রান্সমিশন ব্রীফ প্রদান করা।
- (৪) প্রয়োজনে আইসিপি সার্চ করা।

খ। সাধারণ আরএসপি (কমান্ড ওয়ার)।

- (১) রিমোট পদ্ধতিতে আইইডি'র নিয়ন্ত্রণ নেয়া।
- (২) ফ্যারিং পয়েন্ট এবং কন্টাক্ট পয়েন্ট চিহ্নিত করা।
- (৩) ক্লিয়ার করার অগ্রগণ্যতা নির্বাচন।

১৬-৫
সীমিত

(৪) কন্টাক্ট পয়েন্ট, কমান্ড ওয়্যার, ফায়ারিং পয়েন্ট
ক্লিয়ার করা।

গ। কন্টাক্ট পয়েন্টে করণীয়। যদি দুস্কৃতিকারী হয় তবে
দরকার নেই। তবে সন্ত্রাসী গ্রুপ হলে নিম্নলিখিত কাজ অবশ্যই
করতে হবেঃ

- (১) রিমোট ইওআর।
- (২) অপারেটর সার্চ ৫ মিটার।
- (৩) হুক এন্ড লাইন মেইন চার্জ।
- (৪) কন্টেইনার এক্স-রে।

ঘ। কমান্ড ওয়্যারে করণীয়। তারের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিহ্নিত
করি। যদি মাটির নিচে লুকানো থাকে তবে, রিমোট পদ্ধতিতে
বের করা।

ঙ। ফায়ারিং পয়েন্টে করণীয়।

- (১) অপারেটর সার্চ ৫ মিটার।
- (২) ব্যাটারী প্যাককে এক্স-রে করা।
- (৩) হুক এন্ড লাইনের ব্যবহার।
- (৪) ডিসরাপ্টার ব্যবহার-প্রয়োজন হলে।

চ। লাইট কমান্ড আরএসপি।

- (১) সম্ভাব্য ফায়ারিং পয়েন্টের নিয়ন্ত্রণ নেয়া।
- (২) প্রয়োজনে টান্সমিশন ব্রীফ দেয়া।
- (৩) ডিসরাপ্টার ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।
- (৪) ম্যানুপুলেটর/হুক এন্ড লাইন ব্যবহার।
- (৫) প্রয়োজনে এক্সপ্লোসিভ চার্জ ব্যবহার।

পোস্টাল আইইডি (লেটার/পার্সেল)।

ক। হাইরিস্ক। যে সব আইইডিতে কনফাইন্ড হাই এক্সপ্লোসিভ এবং ডেটোনেটর ব্যবহার হয়, তাদের হাই রিস্ক বিবেচনা করা হয়। এক্ষেত্রে আরএসপিঃ

- (১) ম্যানুয়াল অ্যাপ্রোচ।
- (২) সম্পূর্ণ স্যুট পরিধান করা।
- (৩) এক্স-রে এবং ডিসরাপ্ট করা।
- (৪) ডিসরাপশন পদ্ধতি।
 - (ক) যথার্থ অস্ত্র ব্যবহার।
 - (খ) সিলেক্টিভ ডিসরাপশন।
 - (গ) এক্স-রে ব্যবহার, সঠিক স্থান নির্বাচনের জন্য।
 - (ঘ) প্যাকেজ বেধে নেয়া।
 - (ঙ) সম্পূর্ণ গা ঘেসে ডিসরাপ্ট করা। নো স্ট্যান্ড অফ।

খ। লো রিস্ক। যে সকল পোস্টাল আইইডি'তে আন কনফাইন্ড লো এক্সপ্লোসিভ বা দাহ্য পদার্থ এবং ফ্লাশ বালু ব্যবহার করা হয় তাদের লো রিস্ক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, এক্ষেত্রে আরএসপি নিম্নরূপঃ

- (১) রেফার করা অনুমতি নেয়া।
- (২) ম্যানুয়াল অ্যাপ্রোচ।
- (৩) সম্পূর্ণ স্যুট এবং নোমাক্স।
- (৪) হ্যান্ড এন্ট্রির মাধ্যমে কাটা।

গ।

ম্যানুয়াল এন্ট্রিতে লক্ষ্যণীয়।

- (১) ফায়ারিং সুইচ সনাক্ত করা এবং তাতে হাত না দেয়া।
- (২) ডিভাইসকে এমনভাবে রাখা যাতে নড়াচড়া না করে।
- (৩) এন্ট্রি পয়েন্ট নির্বাচনের জন্য এক্স-রে করা।
- (৪) যথার্থ টুলস ব্যবহার করা।
- (৫) একটি করে তার কাটা এবং ইনসুলেট করা।
- (৬) ব্যাকিং বোর্ড বের করা।

১৬১৪।

ভি ও আইইডি।

- ক। রিমোট/ সেমিরিমোট ইওআর।
 খ। রিমোট ডিসরাপশন।
 গ। ম্যানুয়াল অ্যাপ্রোচ।

- (১) প্রাইমারী সোক।
- (২) নিরাপদ রাস্তা ব্যবহার।
- (৩) আইইডি স্যুট পরা।
- (৪) এক্স-রে এবং ডিভাইস সনাক্ত করণ।
- (৫) সঠিক অস্ত্র চিহ্নিত করণ।
- (৬) সিলেকটিভ ডিসরাপশন।
- (৭) সন্দেহ হলে ডেলিবারেট ডিসরাপশন।

১৬১৫।

প্রেসার সুইচ এর নিউট্রালাইজিং পদ্ধতি।

- ক। ক্যামোফ্লাজ ধীরে ধীরে সরাতে হবে।
 খ। সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন কারও পা সুইচের উপর না পড়ে।
 গ। সুইচকে খুঁজতে হবে এবং কিভাবে লাগানো আছে তা জানতে হবে।

সীমিত

ঘ। যদি আইইডি এর সাথে কোন বড় তার পাওয়া যায় তখন খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

ঙ। সেফটি পিন লাগাতে হবে।

চ। যদি উদ্ভাবিত সুইচ হয় তবে সেক্ষেত্রে ব্যাটারীর পাশে নন ইলেকট্রিক কন্টাক্ট দিতে হবে বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

১৬১৬।

পুল সুইচ এর নিউট্রালাইজিং পদ্ধতি।

ক। সেফটি পিন লাগাতে হবে।

খ। সেফটি পিন লাগানোর পর ট্রিপ ওয়্যার কাটতে হবে।

গ। সুইচ এর সাথে লাগানো সকল তার খুব সাবধানতার সাথে চেক করতে হবে।

ঘ। তারে খুব টান থাকলে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১৬১৭।

রিলিজ সুইচ এর নিউট্রালাইজিং পদ্ধতি।

ক। রিলিজ সুইচ সাধারণত দুই প্রকার :

(১) প্রেশার রিলিজ সুইচ।

(২) টেনশন রিলিজ সুইচ।

খ। কোন ধরনের নাড়াচড়া করা যাবে না।

গ। সেফটি পিন লাগানোর পর সুইচ এর উপর থেকে বস্তু সরাতে হবে।

ঘ। গ্রিপনাল দিয়ে ৫০ মিটার দূর থেকে টানতে হবে। যদি না ফাটে তবে নিউট্রালাইজ করতে হবে।